দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কোর্স চালু হলেও ৩৫ বছরে স্থাপিত হয়নি কোন ফিজিওথেরাপি কলেজ

গ্রাজুয়েশন করা ফিজিওথেরাপিস্টের সংখ্যা মাত্র ১

রিয়াজ চৌধুরী

পঁয়ত্রিশ বছর আগে 'ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি' পেশাজীবী কোর্সটি চালু হলেও অদ্যাবধি দেশে একটিও পৃথক ফিজিওথেরাপি কলেজ স্থাপিত হয়নি। প্রতিনিয়ত নানা সমস্যায় জর্জরিত ও চরম অবহেলার শিকার হচ্ছে এ কোর্সের শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে পরিচালিত পাঁচ বছর মেয়াদী এ কোর্সটি অনারারি শিক্ষকনির্ভর হয়ে পড়েছে। অধ্যয়নরত বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য গ্রাজুয়েশন করা ফিজিওথেরাপিস্টের সংখ্যা মাত্র একজন। ফলে তার একার পক্ষে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করা সম্ভব হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে জানা গেছে, ফিজিওথেরাপি কলেজ স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতির মিশ কোটি টাকার প্রকল্প চূড়ান্ত হলেও একটি স্বার্থান্বেষী মহল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নানাভাবে বুঝিয়ে প্রকল্প বাদ করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের ১৫ কোটি জনসংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধী (ক্ষার শতকরা ৪৬ ভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধী)। শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরও প্রধান চিকিৎসা ফিজিওথেরাপি। তাদেরও সুচিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিষ্ট প্রয়োজন। কলেজ অব ফিজিওথেরাপি গড়ে না উঠায় দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্টের অভাব প্রকট। বর্তমানে ক্লাস নেয়া হয় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের দুটি কক্ষে, যার একটি আবার পরিত্যক্ত। কিছু কিছু বিষয়ে পড়াশুনা করতে ঢাকা মেডিকেল ও বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেল কলেজে দৌড়াতে হয়। অধিকাংশ সময়ই ক্লাস হয় না বা বিলম্বে হয়। জানা গেছে, ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি কোর্সেও বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বসাকুল্যে একজন মাত্র গ্রাজুয়েট ফিজিওথেরাপিস্ট শিক্ষক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পঙ্গু হাসপাতালে ছয়টি এবং সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে এ কোর্সের শিক্ষাদান কার্যক্রম মূলত অনারারি ও অতিথি শিক্ষকনির্ভর হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তৎকালীন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ডা. আর জে গাস্ট রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল ফর ডিজঅ্যাবলড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ব্যাচেলর ফিজিওথেরাপি কোর্স চালু করেন। দু'টি ব্যাচ চলার পর অজ্ঞাত কারণে ১৯৯৩-৯৪ সালে তৎকালীন সংসদের স্থায়ী কমিটির সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আবার কোর্সটি চালু হয়। প্রতিবেদনের পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব, ক্লাসরুম সংকট, কোর্স পরিচালনার প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব ও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা বন্ধে কলেজ অব ফিজিওথেরাপি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এক বছরের ইন্টার্নিশিপসহ দীর্ঘমেয়াদী এ কোর্সে প্রতিবছর মাত্র ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এমবিবিএস ও বিডিএসের অনুরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই কেবল আবেদন করা যায়। সিলেবাসে এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি ও প্যাথলজিসহ ২১টি বিষয় থাকলেও এ সব বিষয়ে শিক্ষাদানের মতো প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষা উপকরণ, ল্যাবরেটরি, পড়ালেখার পরিবেশ, একাডেমিক কাজ ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল কিছু নেই জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে। সূত্র জানায়, বিভিন্ন সরকারী মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রতি বছর এ কোর্সে ভর্তি করা হয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তারা অভাবের কারণে অসভাবে পড়ালেখা করতে পারে না। তাদের সমস্যা দেখার কেউ নেই। পরীক্ষাও নিয়মিত হয় না। জনবলের অভাবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশেও বিলম্ব হয়। মৌখিক ও হাতেকলমে শিক্ষাদানের জন্য নেই সরঞ্জাম।

সূত্র মতে, এ যাবত সরকারী একটি ও বেসরকারী পাঁচটিসহ মোট ছয়টি প্রতিষ্ঠান থেকে দুই হাজারের বেশী শিক্ষার্থী পাস করে বের হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, সাভারের সিআরপি, স্টাফ কলেজ অব হেলথ সায়েন্স, গণবিশ্ববিদ্যালয় ও দি পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। জানা গেছে, ২৫ বছর আগে কোর্স চালু হলেও অদ্যাবধি সরকারীভাবে ব্যাচেলর ফিজিওথেরাপিস্টের কোন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে তাদের কারো ভাগ্যে সরকারী চাকরি নামক সোনার হরিণ জুটেনি। পাস করার পর অধিকাংশই পেটের তাগিদে বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে যোগদান করেছেন আবার কেউবা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। কেউ কেউ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে চরম হতাশাগ্রস্ত আবার কেউবা মাদকাসক্ত ও আবার কেউবা মানসিক রোগীতে পরিণত হয়ে পড়ছেন।